OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 812 - 817
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতা, টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশভাবনা : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

দেবরাজ পাত্র
গবেষক, দর্শন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: debrajpatra2014@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Rabindranath Tagore, Spirituality, Sustainability, Environment, Humanism, Aesthetics, consciousness, Development, Conservation, Unity, Interconnectedness.

Abstract

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা, টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ নৈতিকতার দার্শনিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ কেবল মানবকেন্দ্রিক নয় বরং সম্পর্কনির্ভর ও সমগ্রবাদী, যেখানে মানুষ প্রকৃতি ও বিশ্ব চেতনা সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, যা আধুনিক পরিবেশ সংকটের প্রক্ষিতে এক গভীর নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিল্পসভ্যতার যান্ত্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন এই যান্ত্রিকতাই মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এর পরিবর্তে তিনি এমন এক জীবন দর্শনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে প্রকৃতির সাথে আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণা এবং গ্রামীণ পুনর্গঠনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন হতে পারে। তিনি মনে করতেন উন্নয়নের ধারা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না, বরং উন্নয়নের ভিত্তি হবে সামাজিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক ভাবনাও এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগত করে, যা ফলে সে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তে সংরক্ষণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই কারনেই তাঁকে আধুনিক Eco-Humanism এর পূর্বসূরি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিশেষে প্রবন্ধটি এই উপসংহারে পৌছায় যে বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য কেবল প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে সম্ভব নয়; বরং তার জন্য প্রয়োজন মানবচেতনার বাস্তবিক রূপান্তর। এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের দর্শন সেই রূপান্তরের একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : আমরা জানি যে, আজকের পৃথিবী বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যায় জর্জরিত এবং এই প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তথা মানুষের ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চয়তার মুখে। এর একটি মৌলিক কারণ হল প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনতি। আসলে, দীর্ঘকাল ধরে, মানুষ কেবল তাদের নিজস্ব স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে, আরও আরামদায়ক ও বিলাসবহুল জীবনের জন্য প্রকৃতিকে ইচ্ছামত শোষণ করেছে। ফলত, ক্রমাগত সুবিধা ও সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি এটাও মনে করা হত যে, মানুষই একমাত্র প্রকৃতির মালিক এবং প্রাকৃতিক জগতের সাথে যা খুশি তাই করার কর্তৃত্বপূর্ণ লাইসেন্স তার রয়েছে এবং প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং মানবজাতির কর্মকাণ্ডে প্রতিক্রিয়া জানাবে না। সুতরাং, প্রকৃতি এবং অ-মানব প্রকৃতি কেবল মানুষের লক্ষ্য অর্জনের উপায়, তাদের কোনও অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। তাছাড়া প্রকৃতির প্রতি আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সবচেয়ে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু, পশ্চিমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বেপরোয়া ব্যবহার পরিবেশগত সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তাই এটি মানুষকে তার লোভ মেটাতে প্রকৃতিকে নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করার একটি দুর্দান্ত ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করেছে। ফলস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত অবনতিশীল বাস্তুতন্ত্র যার উপর মানুষ নির্ভরশীল এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ দ্রুত পরিবেশগত সংকটের দিকে পরিচালিত করছে। এই সমস্ত পরিবেশগত সমস্যা প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে জরুরি মনোযোগ এবং প্রতিকার দাবি করে। আমি মনে করি পরিবেশ রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য আমরা কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বিচারিক সমাধানের উপর নির্ভর করতে পারি না। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও একক পদ্ধতি বা সহজ বিজ্ঞান ব্যবহার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই, আমাদের প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে এমন একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং যে সম্পর্কটি প্রেম, শ্রদ্ধা, যত্ন এবং স্নেহের উপর ভিত্তিশীল।

সর্বোপরি, পরিবেশগত অবক্ষয়, পৃথিবীর সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত সকল সমস্যা মোকাবেলার মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে, মানুষের মন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনেকে হয়তো যুক্তি দিতে পারে যে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। তবে, আমার মনে হয় আমাদের প্রথমে সমস্যার উৎস এবং এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, মানুষ কখনই তার বাহ্যিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না, যদি না সে তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাথে সমতা এবং সংহতি বজায় রাখে। তাই, আমাদের আত্মদর্শী হতে হবে। পরিবেশের প্রতি নীতিগতভাবে কাজ করার জন্য, আমাদের নিজেদেরকে বোঝাতে হবে যে মানব সভ্যতা সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও আমাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যকে সম্মান করে এবং প্রকৃতির ক্রম অনুসারে কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস যে সমসাময়িক পরিবেশগত সমস্যার সমাধান হল পরিবেশকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা। এই প্রেক্ষাপটে, রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তাভাবনাকে স্মরণ করা অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক। যদিও তিনি পরিবেশ দর্শনের ভাষায় কথা বলেনি তবুও আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের জীবন, দর্শন, চিন্তাভাবনা এবং সাহিত্যকর্মের গভীরে প্রবেশ করি, তাহলে সেখান থেকে আমরা অনুপ্রেরণার উৎস এবং পরিবেশগত জীবনযাত্রা এবং টেকসই উন্নয়নের পথ খুঁজে পেতে পারি। এই প্রবন্ধটি মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গঠিত—

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা কি প্রকৃতি চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে?
দ্বিতীয়ত, শিল্পসভ্যতার সমালোচনার মাধ্যমে পরিবেশগত সংকট সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?
তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথকে কি Eco-humanism হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়?

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সত্তাতত্ত্ব ও প্রকৃতির ঐক্য : রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বিভিন্ন দার্শনিক লেখা এবং কবিতায় গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর আধ্যাত্মিকতা গভীরভাবে মানবতাবাদী এবং সর্বজনীন চেতনার সাথে ব্যক্তির ঐক্যের উপর জোর দেয়। ঠাকুর বিশ্বাস করেন যে আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত অহংকারকে অতিক্রম করার একটি উপায়, যা দৈনন্দিন জীবনে ঐশ্বরিকতার সাথে সংযুক্ত। তার মতে আধ্যাত্মিকতা কোনও বিমূর্ত বা অতিপ্রাকৃত জগতে আবদ্ধ নয় বরং এটি একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা যা মূলত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Sadhana : The Realization of Life গ্রন্থে বলেছেন সর্বোচ্চ শিক্ষা হল সেই যা কেবল আমাদের তথ্যই দেয় না, বরং আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সমঞ্জস্য করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিই অনুপ্রেরণার উৎস এবং ঐশ্বরিকতার পথ। ঠাকুর তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকগুলি প্রকৃতির সাথে এবং প্রকৃতির উপাদানগুলিতে উপস্থিত আধ্যাত্মিক সারাংশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই তিনি লিখেছেন –

> "The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures." (Tagore, Gitanjali, 1913, poem. 69)

উক্ত উক্তি থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে তিনি এক ধরনের 'life-monism' বা প্রাণ-অদ্বৈতবাদের ধারনাকে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন এই বিশ্বজগৎ এক অবিচ্ছিন্ন প্রানপ্রবাহের অংশ যেখানে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয় বরং প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থিত। এই ধারনাই যা মূলত পাশ্চাত্য কার্তেসীয় দ্বৈতবাদী ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রকৃতিকে জড় বস্তু হিসাবে দেখেনি, তিনি প্রকৃতিকে চৈতন্যের প্রকাশ হিসাবে দেখেছেন যা মানুষের আত্মিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সত্তা তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'ঐক্যের উপলব্ধি' বা Realisation of Unity। তিনি তাঁর Sadhana-তে উল্লেখ করেছেন –

> "We realize that the world is not a mere collection of things, but a unity of life". (Tagore, Sadhana, 1913, p. 101)

অর্থাৎ এই ঐক্যবোধ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি ভাবলে ভুল হবে বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। তিনি মনে করেন মানুষ তখনই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যখন সে নিজেকে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারবে। আর এই বোধ থেকে প্রকৃতি পরিবেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ জন্মাবে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলে বলেন স্বাধীনতার ধারণাও এই ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর The Religion of Man গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "Man's freedom is not from the bonds of nature, but freedom within her laws". (Tagore, The Religion of Man, 1931, p. 96)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন ও শোষণের মাধ্যমে আসেনা বরং প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন প্রকৃতির প্রতি সম্মান রেখে ও তাঁর নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা হবে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বের উপর জোর দেন, যা ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে। তিনি এমন একটি ধর্মে বিশ্বাস করতেন যা বিভক্ত করার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ করে এবং মানবতাকে আবদ্ধ করে এমন সাধারণ আধ্যাত্মিক সূত্রগুলিকে জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

শিল্পসভ্যতার সমালোচনা, টেকসই উন্নয়ন ও গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : টেকসই জীবনযাপন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বিভিন্ন লেখা, কবিতা এবং দার্শনিক আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও তিনি 'Sustainability' শব্দটি ব্যবহার করেনি কিন্তু তাঁর শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নে বাস্তব মডেল ছিল। তাঁর উপলব্ধিতে কোন ভুল ছিল না যে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মূলে হল গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয়। তাই তাঁর দৃষ্টিতে উন্নয়ন মানে কেবল শিল্পায়ন ভাবলে হবে না, উন্নয়নকে হতে হবে মানবিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং তিনি মনে করতেন যে মানুষের কার্যকলাপ এবং প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনায় তিনি দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল বিবেচনা না করে প্রকৃতি শোষণের ক্ষতিকারক প্রভাবের উপর জোর দিয়ে পরিবেশের সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ যে গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল শ্রীনিকেতন, যা মূলত শান্তিনিকেতনের পাশেই অবস্থিত। এখানে তিনি কৃষি থেকে শুরু করে কারশিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বিত গ্রামীণ মডেল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যার উদ্দেশ্য কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই প্রাধান্য দেওয়া নয় সাথে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরজাগরন ঘটানো। তিনি তাঁর Sadhana গ্রন্থে বলেছেন –

> "We are companions of the world, not its expoilers." (Tagore, Sadhana, 1913, p. 72)

অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতির মালিক বা প্রভু নয়; বরং প্রকৃতির সহযাত্রী। ঠাকুর এমন একটি সমাজের কল্পনা করেছিলেন যা পরিবেশগত স্থায়িত্বকে মূল্য দেয় এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে সম্মান করে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে উপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতীয় গ্রামসমাজের উন্নতির পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এর ফলে কৃষকরা অতিরিক্ত ঋণের বোঝায় জর্জরিত সাথে উৎপাদন পদ্ধতিও ছিল অনুন্নত ও অপ্রযুক্তিগত যার ফলে সামাজিক সংগঠন হয়ে উঠেছিল দুর্বল। এই প্রেক্ষাপটে তিনি গ্রামীণ পুনর্গঠনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর Palli Samgathan প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন –

> "The villages must be self-reliant, not isolated but united in cooperation". (Tagore, palli Samgathan, 1928, p. 23)

উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে গ্রাম গুলোকে হতে হবে স্বনির্ভর ও সহযোগিতাপূর্ণ সহবস্থান। রবীন্দ্রনাথের এই ধারনাই আজকের Participatory development ও Community-based sustainability ধারণার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার পিছনে লক্ষ্যই ছিল উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তন, সমবায় সংগঠন, কারুশিল্পের উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। এছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকে কেবল বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা, বরং শিক্ষাকে জীবনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর The centre of Indian Culture গ্রন্থে বলেছেন –

> "Education should be in full touch with our complete life, economic, intellectual, aesthetic, social and spiritual." (Tagore, The centre of Indian Culture, 1919, p. 28)

তাঁর এই সমন্বিত চিন্তাধারাই টেকসই উন্নয়নের একটি মৌলিক উপাদান, তিনি মনে করতেন টেকসই উন্নয়নের জন্য শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয় তার সাথে নৈতিকতাকে সমান ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই তিনি সবসময় চেয়েছিলেন উন্নয়ন হোক আত্মসংযম, সহযোগিতা ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, অতিরিক্ত লোভ ও ভোগ এবং পরিবেশ শোষণের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর Creative Unity গ্রন্থে বলেছেন –

> "We must learn to live in harmony with nature, not merely for our needs but for our moral fulfilment." (Tagore. Creative Unity, 1922, p. 57)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সকল জীবনের আন্তঃসংযোগ এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য উদযাপন করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে এই সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয়। তিনি তাঁর The Centre of Indian Culture-এ লিখেছেন –

> "The more connected a people remain with Nature, the more easily can they be lifted up above the tyranny of circumstances. The tide of Time, which is ever flowing, carries away the lives of those who are rooted in the soil; but those who are linked with the Universe are borne onwards to immortality." (Tagore, The Centre of Indian Culture, 1921, p. 28)

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর Nationalism in the West-এ বলেছেন মানুষ একদিকে যেমন নিজেদের অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার সাথে মানিয়ে নিতে চায়, তেমনি নিজেদের আত্মপরিচয়কেও প্রসারিত করতে পারে, যা ফলস্বরূপ সে তার চারপাশের জগতের প্রতি নিজেদের কর্তব্যের প্রকৃত পরিমাপ খুঁজে পেতে পারে। ঠাকুর পরিবেশগত বিবেচনার সাথে মানবিক অগ্রগতির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রায়শই পরিবেশের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আরও দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত শোষণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন এবং পৃথিবীর সাথে আরও সচেতন এবং টেকসই সম্পর্কের পক্ষে ছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পরিবেশের উপর শিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। তিনি অনিয়ন্ত্রিত শিল্প বৃদ্ধির বিপদ এবং প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ বার্তাও দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ The Nation-এ যুক্তি দিয়েছেন –

> "Industrialism in its early stage had rendered service to mankind; but it is now a terrible menace. Its power is such that it is able to crush the world beneath its feet in its insane career of destruction." (Tagore, nationalism, 1917, p. 59)

রবীন্দ্রনাথ সবসময়েই চেয়েছিলেন প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুষম ভারসাম্য বিদ্যমান থাকুক আর এই ভারসাম্যকেই তিনি উন্নয়নের মূলে রেখেছিলেন এবং তিনি সতর্ক করেছিলেন এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে তার প্রভাব প্রকৃতি ও সমাজ উভয়কেই সংকটে ফেলবে।

নান্দনিক চেতনা ও Eco-Humanism এর পূর্বসূরি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে নান্দনিক চেতনাকে নিছক শিল্প বা সৌন্দর্য বোধের মধ্যেই আবদ্ধ রাখনেনি; বরং তিনি এটিকে তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শনের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সৌন্দর্যবোধই নৈতিক চেতনা বিকাশের একটি বিশেষ রূপ, আর এই সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাই মানুষকে এমন এক গভীর উপলব্ধির দিকে চালিত করে যেখানে ব্যাক্তি নিজেকে প্রকৃতি ও বিশ্ব সত্তার থেকে পৃথক বা বিচ্ছন্ন মনে করে না বরং একাত্ম অনুভব করে। আর এই অভিজ্ঞতাই আজকের যুগের পরিবেশ নৈতিকতার মূল ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সৌন্দর্য কখনই বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের বিষয় হতে পারে না; বরং তিনি মনে করতেন এটি সত্যের প্রতিফলন। তাই তিনি তাঁর Sadhana-য় বলেছেন—

> "In the depth of my being I feel the presence of the world." (Tagore, Sadhana, 1913, p. 65)

এই নান্দনিক অভিজ্ঞতাই মানুষকে এমন এক গভীর অনুভুতিতে স্থানান্তরিত করে যা ফলে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা নয় বরং বিশ্ব সত্তার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে অনুভব করে। এই প্রকৃতি সৌন্দর্য উপলব্ধির মাধ্যমে সে তার সীমাবদ্ধ সত্তাকে অতিক্রম করে নিজেকে বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ ভাবতে শেখে। আর এই অভিজ্ঞতাই তখন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর The Religion of Man গ্রন্থে নান্দনিক দৃষ্টিকে প্রতিফলন করতে গিয়ে বলেছেন—

> "Beauty is the harmony of the universe that we perceive through our soul." (Tagore, The Religion of Man, 1931, p. 78)

এই সামঞ্জস্যই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ দর্শনের কেন্দ্রীয় ভাবনা বহন করে। তিনি মনে করতেন প্রকৃতির মধ্যে যে ধারা ও ছন্দ বিদ্যমান তা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভাষা বহন করে। মানুষের মধ্যে স্পষ্টতই যদি এই সুষমার বোধ জাগ্রত হয় তখন তার মধ্যে একধরনের শ্রদ্ধা বোধ জন্ম নেয় যার ফলে সে প্রকৃতি পরিবেশ প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব থেকে বিরত থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গান ও শিক্ষাগত পদ্ধতি প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সর্ম্পকের ভাষা বহন করে।

যেখানে আজকের পরিবেশ দর্শনে Eco - Humanism মানবমর্যাদা ও পরিবেশের সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে নিতান্তই anthropocentric ভাবলে ভুল হবে। তাঁর মানবতাবাদ Relational। তিনি মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে তাকে বিশ্ব সত্তার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখেন। তিনি কখনোই মানবিক সৃজনশীলতা ও প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যকে পরস্পর বিরোধী হিসাবে দেখেনি, তিনি উভয়ের মধ্যে সমন্বয়কেই আধুনিক পরিবেশ দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 102
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 812 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথের যে নান্দনিক চেতনার ভাবনা তা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন, তা কেবল জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমিত ছিল না; বরং প্রকৃতির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাঁর এই শিক্ষাগত পদ্ধতিই মানুষের মধ্যে প্রকৃতির মূল্য তথা তার সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে, যা আজকের পরিবেশ নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। তিনি তাঁর Creative Unity গ্রন্থে লিখেছেন –

> "The hightest function of art is to reveal the unity of life." (Tagore, Creative Unity, 1922, p. 96)

অর্থাৎ তাঁর এই উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে শিল্প ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা যা চূড়ান্তভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে, আর এই ঐক্যবোধই আজকের Eco-humanism এর কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ যেই মুহূর্তে এই উপলব্ধিতে পৌছায় যে সে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা নয়; তখনই তার মধ্যে পরিবেশ প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় এবং সেই শ্রদ্ধা থেকেই সে প্রকৃতির প্রতি সদর্থক ভূমিকা গ্রহন করে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানবিক সৃজনশীলতা। তিনি মনে করতে এই সৃজনশীলতা কখনই প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়; বরং প্রকৃতির সঙ্গে সমঞ্জস্য রেখেই সৃজনশীলতা বিকশিত হতে পারে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজকের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের বিকল্প দিককে পথ দেখায় যে, উন্নয়ন প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে নয়; বরং সহযোগিতাপূর্ণ সহবস্থানের মাধ্যমেই সম্ভব।

উপসংহারে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ আমাদের শেখায় যে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না স্বতন্ত্র নয় বরং প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা মূলত প্রকৃতি ও মানুষের এক গভীর ঐক্যের কথা তুলে ধরে। তাঁর নান্দনিক চেতনা, শিল্পসভ্যতার সমালোচনা ও গ্রামীণ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা যা আজকের পরিবেশ নৈতিকতার পূর্বাভাস বহন করে। আজকের অ্যান্থ্রোপোসেন যুগে মানুষ যেখানে নিজেই ভূতাত্ত্বিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনের অধিকারী সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ভয়াবহ ঘটনা আমাদের পুনরায় ভাবতে শিখিয়েছে যে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিনাম কতটা বিপদজনক। প্রযুক্তি প্রয়োজন কিন্তু সেটা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন।

তাই পরিবেশ সংকট কেবল নীতিগত ও প্রযুক্তিগত ভাবলে ভুল হবে বরং এটি একটি মানবচেতনার সংকট। রবীন্দ্রনাথের দর্শন সর্বদাই এই পথ দেখিয়ে এসেছে যে টেকসই উন্নয়নের জন্য আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ ও নৈতিক দায়িত্ব অপরিহার্য। তাই আজও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা যেমন প্রাসঙ্গিক তেমন জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

Bibliography:

Tagore, Rabindranath. Sadhana: The Realisation of Life. Macmillan, 1913
Tagore, Rabindranath. The religion of Man. Allen & Unwin, 1931
Tagore, Rabindranath. Nationalism. Macmillan, 1917
Tagore, Rabindranath. Creative Unity. Macmillan, 1922
Tagore, Rabindranath. The Centre of Indian Culture. Macmillan, 1919
Tagore, Rabindranath. Palli Samgathan. Visva-Bharati, 1928
Elmhirst, Leonard K. Sriniketan: Rural Reconstruction. Visva-Bharati. 1922
Guha, Ramchandra. Environmentalism: A Global History. Longman, 2000
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford UP, 1999
চক্রবর্তী, গৌতম. রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা. দেজ পাবলিশিং, ২০১০
সেন, সুকুমার. রবীন্দ্রচিন্তার রূপরেখা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮
দাসগুপ্ত, সুশোভন. রবিন্দ্রনাথঃ সমাজ ও সংস্কৃতি. আনন্দ পাবলিশিং, ২০১২